—— সংক্ষিপ্ত সূচি ——

১ম খণ্ড

প্রাককথন

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামপূর্ব আরব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ইসলামপূর্ব অবশিষ্ট বিশ্ব

প্রথম অধ্যায়

সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রথম পরিচ্ছেদ
কেন আরব উপদ্বীপে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আবির্ভাব থেকে নবুওয়ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নবুওয়ত থেকে হিজরত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হিজরত থেকে ওফাত

দ্বিতীয় অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশিদিন

প্রথম পরিচ্ছেদ ❖ হজরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ❖ হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফত
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ❖ হজরত উসমান রাযি.-এর খিলাফত
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ❖ হজরত আলি রাযি.-এর খিলাফত

সংক্ষিপ্ত সূচি

২য় খণ্ড

তৃতীয় অধ্যায়

উমাইয়া খিলাফত

প্রথম পরিচ্ছেদ

বনু উমাইয়ার খলিফাগণের বিবরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমাইয়া খিলাফতকালে ইসলামি বিজয়াভিযান

পরিশিষ্ট

শিয়া সম্প্রদায়ের পরিচিতি

চতুর্থ অধ্যায়

আব্বাসি খিলাফত

পূর্বাভাস

আব্বাসি আন্দোলনের সূচনা কাহিনি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রতাপ ও সমৃদ্ধির আমলের আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তুর্কিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিয়া বুওয়াইহি পরিবার নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তুর্কি সেলজুক পরিবার নিয়ন্ত্রিত আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাতারিদের আগ্রাসন চলাকালীন আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তাতারিদের হাতে বাগদাদের পতন পরবর্তী সময়ে মিশরকেন্দ্রিক আব্বাসি খলিফাগণের বিবরণ

সংক্ষিপ্ত সূচি

৩য় খণ্ড

পঞ্চম অধ্যায়

আব্বাসি খিলাফত আমলে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের ইতিহাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্রের ইতিহাস

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আন্দালুস রাষ্ট্রের ইতিহাস

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

উবায়দি সাম্রাজ্যের ইতিহাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জিনকি ও আইয়ুবি রাষ্ট্রের ইতিহাস এবং ক্রুসেড-বিরোধী জিহাদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মামলুক রাষ্ট্রের ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত সূচি

৪র্থ খণ্ড

৬ষ্ঠ অধ্যায়

মুসলিম তাতার

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার মোঙ্গল সাম্রাজ্য

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইরানে মোঙ্গল শাসন

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চীন ও মোঙ্গলিয়ায় মোঘল শাসন

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পশ্চিম তুর্কিস্তানে মোঙ্গল শাসন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিন্দুস্তানে মুসলিম শাসন

৭ম অধ্যায়

উসমানি সাম্রাজ্য

১ম পরিচ্ছেদ

উসমানি সাম্রাজ্য : উত্থান ও পতন

সংক্ষিপ্ত সূচি

৫ম খণ্ড

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরব দেশসমূহ

প্রথম অনুচ্ছেদ : জাজিরাতুল আরব

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : ইরাক

তৃতীয় অনুচ্ছেদ : শাম

চতুর্থ অনুচ্ছেদ : গণপ্রজাতন্ত্রী মিশর

পঞ্চম অনুচ্ছেদ : মরক্কো

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বলকান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ককেশাস

৮ম অধ্যায়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

৯ম অধ্যায়

আফ্রিকা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ক্রুসেডার ঔপনিবেশকদের আগমনের পূর্বে ইসলামি রাষ্ট্রসমূহ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের অন্যায় দখলদারিত্ব

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আফ্রিকায় স্বাধীন রাষ্ট্র

পরিশিষ্ট

১ম পরিশিষ্ট

মুসলিমদের জন্য সভ্যতাবিষয়ক অবদান

২য় পরিশিষ্ট

ইসলামবিরোধী সংগঠনসমূহ

৩য় পরিশিষ্ট

শিক্ষা ও উপদেশ

প্রকাশকের কথা

সচেতন পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, ইতিহাস নিছক কিছু ঘটনার ধারাবিবরণ নয়, নয় কেবল বিগত ঘটনাপ্রবাহের সংরক্ষণ; ইতিহাস হলো শিক্ষা ও উপদেশ এবং দীক্ষা ও পরিচর্যার এক চিরন্তন পাঠশালা। ইতিহাসের শিক্ষা ও উপদেশ শাশ্বত, সদা কার্যকর। ইতিহাস একদিকে যেমন একটি জাতির জাগরণ ও উত্তরণের সোপান, অন্যদিকে জাতিগত অবক্ষয় হতে নিষ্কৃতির অন্যতম হাতিয়ারও বটে। ইতিহাস হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়—কীভাবে একটি জাতি জেগে ওঠে কিংবা ঘুমিয়ে পড়ে; কীভাবে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে কিংবা ধসে পড়ে; কীভাবে একটি সভ্যতা নির্মিত হয় কিংবা ভেঙে পড়ে এবং কীভাবে একটি বিপ্লব পূর্ণতায় পৌঁছায় কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে।

বিশেষত ইসলামি ইতিহাস তো মানবজাতির জন্য এক অনন্য-অমূল্য উপহার। ইসলামি ইতিহাস কেবল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির কর্মবিবরণই নয়; বরং একদিকে সুন্নাতুল্লাহ ও ভূপৃষ্ঠে সদা কার্যকর খোদায়ি রীতির ভাবসম্প্রসারণ, অপরদিকে আগামীর প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা অর্জনের কার্যকারণ। ইসলামি ইতিহাস তাই কেবল মুসলিম উম্মাহর নয়; মানবজাতির প্রতিটি সদস্য ও সমাজের অনিবার্য প্রয়োজন।

পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। প্রতিটি জাতির কাছে এ উপলব্ধি আছে যে, ইতিহাস জাতিপরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন ভাষায় ইতিহাসের ছোট-বড় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অতীত ঐতিহ্য ও নিদর্শন সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় জাদুঘর-মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ সকলেই ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী হচ্ছে। দৈনন্দিন পাঠতালিকায় ইতিহাস উঠে আসছে শীর্ষ কাতারে। সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের তালিকায় ইতিহাসগ্রন্থ স্থান পাচ্ছে সবার ওপরে। ইতিহাস-অনুরাগ এখন বিভিন্ন জাতির জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এটি মুদ্রার এক পিঠের গল্প। অপর পিঠের গল্প বড় হতাশাজনক। পশ্চিমা বিশ্বে যখন চলছে ইতিহাসের রেনেসাঁস ও নবজাগরণ, মুসলিম বিশ্বে তখন আয়েশ ও দিবানিদ্রার আয়োজন! ইতিহাস ও ইসলামি ইতিহাসের প্রতি আমাদের যাপিত সময়ের মুসলমানদের আচরণ মোটেও সুখকর নয়। আর এ কারণেই কেবল সাধারণ ইতিহাস নয়, ইসলামি ইতিহাস জানতেও আমাদের কড়া নাড়তে হয় অমুসলিম লেখকদের দ্বারে-দ্বারে!

আজ আমাদের ইতিহাস-বিমুখতাকে পুঁজি করেই শত্রুপক্ষ তাদের সবচেয়ে সফল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ-বিরোধী অপপ্রচারকে। জ্ঞানপাপী শত্রুরা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে, ইসলাম ও ইসলামের নবীর ইতিহাস-জীবনেতিহাস বিকৃত করে তুলে ধরছে আর আমরা গোগ্রাসে তা-ই গিলছি! আমরা বিশ্বাস করছি—ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে তির-তরবারির জোরে! মুসলিম জাতি সন্ত্রাসী জাতি! আরও কত কী!

আজকের পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর যে নিম্নগামিতা ও অধঃপতন, নিজেদের অতীত-বিস্মৃতি তার অন্যতম কারণ। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস একটি জাতির শেকড়ের ন্যায়; আর ইতিহাস-বিমুখতা তাই শেকড়চ্যুত হওয়ারই নামান্তর। বলতে দ্বিধা নেই, ইতিহাস-অধ্যয়নই পারে আমাদেরকে শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল ও সুমজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের নিশ্চয়তা দিতে। ইতিহাস-গ্রন্থ তাই হওয়া উচিত আমাদের দৈনন্দিন পাঠাভ্যাসের নিয়মিত অংশ।

অন্যদের কথা বাদই দিলাম, আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী, আমাদের পাঠ্যতালিকায়ও ইতিহাস ও ইসলামি ইতিহাস পরম আরাধ্য কোনো বিষয় নয়। বাঙালির পড়ার টেবিলে ইসলামি ইতিহাস এখনো সগৌরবে স্থান করে নিতে পারেনি। পাশাপাশি এটিও অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, পাঠকের চাহিদা পূরণ করার মতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ এখনো বাংলাভাষায় হয়নি। এই অকপট স্বীকৃতি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য কেবল পীড়াদায়কই নয়; আশঙ্কারও কারণ।

* * *

মূলত এই বাস্তবতাবোধেই **মাকতাবাতুল হাসান** প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামি ইতিহাসকে আপন কর্মতালিকার প্রথম স্থানে রেখেছে। **মাকতাবাতুল হাসান** অনেকটা স্রোতের বিপরীতে গিয়েই ইসলামি ইতিহাস বিষয়ক বই প্রকাশ শুরু করে। আল্লাহর শোকর! সচেতন পাঠকমহল যেমন আমাদের এই পদক্ষেপকে সাদরে গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থ প্রকাশের ধারায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে আমরা ইতিহাস-সচেতন জাতিতে পরিণত হব এবং এরই ধারাবাহিকতায় ...।

ইসলামি ইতিহাস নিয়ে **মাকতাবাতুল হাসান**-এর পরিকল্পনা অনেক সুদূরপ্রসারী। আমাদের প্রকাশ-পরিকল্পনার মধ্যে আছে—

- বৃহৎ কলেবরের সমৃদ্ধ ইসলামি ইতিহাস বিশ্বকোষ।
- সাধারণ পাঠকের জন্য পাঁচ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত কলেবরে পুরো ইসলামি ইতিহাস।
- পুরো ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার জন্য এক মলাটে ইসলামি ইতিহাস।
- বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস। যেমন: ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, স্থাপত্য-ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস, ইসলামি সাহিত্যের ইতিহাস, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাস, ইসলামি স্থাপত্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, কৃষিবিজ্ঞানের ইতিহাস ইত্যাদি।
- অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস। যেমন: মক্কা-মদিনার ইতিহাস, ইরাকভূমির ইতিহাস, ফিলিস্তিনের ইতিহাস, মাগরিবের ইতিহাস, আন্দালুসের ইতিহাস, মধ্য এশিয়ার ইতিহাস, ভারতবর্ষে ইসলামের ইতিহাস, বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি।
- রাজপরিবার-কেন্দ্রিক ইতিহাস। যেমন: উমাইয়া সাম্রাজ্যের ইতিহাস, আব্বাসি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, সেলজুক সালতানাতের ইতিহাস, শিয়া ফাতিমি

সাম্রাজ্যের ইতিহাস, আইয়ুবি সালতানাতের ইতিহাস, ভারতবর্ষের মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ইত্যাদি।

- জীবনীকেন্দ্রিক ইতিহাস। যেমন: সিরাতে নববি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশিদিনের ইতিহাস, ইমামদের জীবনী ও মহান মনীষীগণের জীবনী।

- জাতি-দল-শ্রেণিকেন্দ্রিক ইতিহাস। যেমন: তুর্কি জাতির ইতিহাস, উইঘুর জাতির ইতিহাস, শিয়াদের ইতিহাস, তাতারিদের ইতিহাস, লা-মাযহাবিদের ইতিহাস ইত্যাদি।

- স্থাপনা-প্রতিষ্ঠাননির্ভর ইতিহাস। যেমন: কাবাঘরের ইতিহাস, মসজিদে নববির ইতিহাস, মসজিদুল আকসার ইতিহাস, বাবরি মসজিদের ইতিহাস, জামে আযহারের ইতিহাস, দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস ইত্যাদি।

- ইসলামি ইতিহাসের বিশেষ ঘটনানির্ভর গ্রন্থ। যেমন: ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ইতিহাস, ভারতবিজয়ের ইতিহাস ইত্যাদি।

- শিশুতোষ ইতিহাসগ্রন্থ।

- ইতিহাসনির্ভর মানচিত্র, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি।

আমরা জানি—স্বপ্নের পরিধি সুদূর বিস্তৃত হলেও আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অতি সামান্য। কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্যের জোরে পৃথিবীতে কবে কোন কাজ হয়েছে বলুন?! আমরা বিশ্বাস করি—'তিনি' যদি চান, তাহলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়; যদি 'তিনি' না চান, অতিসম্ভবও সম্ভব নয়। পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী সকলের কাছে আমরা দোয়াপ্রার্থী—আল্লাহ পাক যেন আমাদের স্বপ্ন পূরণ করেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার তাওফিক দান করেন এবং যা কিছু কল্যাণকর—তার সঙ্গে জুড়ে রাখেন।

ভুলে গেলে চলবে না—আজ আমরা যা-কিছুর মাঝে জীবনযাপন করছি, একদিন তা-ও স্বপ্ন ও কল্পনা ছিল। ঠিক তেমনই আজ যা স্বপ্ন ও কল্পনা, আগামী দিন তা-ই হবে চাক্ষুষ বাস্তব, ইনশাআল্লাহ!

বৃহৎ এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে **মাকতাবাতুল হাসান** থেকে *তাতারিদের ইতিহাস*, *আন্দালুসের ইতিহাস*, *তিউনিসিয়ার ইতিহাস*, *ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*, *সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান*-সহ বেশকিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। আরও কিছু বই ছাপা-উপযুক্ত হয়ে প্রকাশের প্রহর গুনছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি ইতিহাসের পাঠকদের জন্য আমাদের এবারের উপহার পাঁচ খণ্ডে সংক্ষিপ্ত ইসলামি ইতিহাসকোষ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দ যেন সংক্ষিপ্ত কলেবরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবপূর্ব সময় হতে আমাদের যাপিত কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনেরো শতাব্দীর পুরো ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারেন, এ লক্ষ্যেই আমাদের এই আয়োজন।

* * *

এবার বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা। সংক্ষিপ্ত কলেবরে ইসলামি ইতিহাসকোষ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমরা এ বিষয়ে আরববিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত গ্রন্থ "الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" (ইসলামি ইতিহাসের সুলভ বিশ্বকোষ) গ্রন্থটি নির্বাচন করি। দুই খণ্ডের এই গ্রন্থটি মিশরের দুই প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও ইসলামি স্কলার কাসিম আবদুল্লাহ ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ সালিহ-এর তত্ত্বাবধানে মিশরকেন্দ্রিক ফরিকুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া (ইসলামি গবেষণা ও অধ্যয়ন পরিষদ) হতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে চল্লিশবারের অধিক পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটির মান ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে এতটুকু তথ্যই আশা করি যথেষ্ট বিবেচিত হবে যে, ইসলামি ইতিহাস বিষয়ক সর্ববৃহৎ ওয়েবসাইট www.islamstory.com-এর তত্ত্বাবধায়ক ও প্রখ্যাত ইতিহাস-লেখক ড. রাগিব সারজানি গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাব হতে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনার পাশাপাশি ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

গ্রন্থ নির্বাচনের পর দ্রুততম সময়ে অনুবাদ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে **মাকতাবাতুল হাসান** একটি অনুবাদপর্ষদ গঠন করে। যেসব সম্মানিত

লেখক-অনুবাদক আমাদের এই ইসলামি ইতিহাসকোষের অনুবাদপর্ষদে ছিলেন, তারা হলেন—

- মাওলানা আবু মুসআব ওসমান : ১ম ও ২য় খণ্ড
- মাওলানা মাহদি হাসান : ৩য় খণ্ড
- মাওলানা আতাউল কারিম মাকসুদ : ৪র্থ খণ্ড ০১-২৪০ পৃষ্ঠা
- ড. মো. মনিরুজ্জামান : ৪র্থ খণ্ড ২৪১-৩২৩ পৃষ্ঠা
- মাওলানা আবু তালহা সাজিদ : ৪র্থ খণ্ড ৩২৫-৩৩১, ৫ম খণ্ড ০১-১১২ পৃষ্ঠা
- মাওলানা শিহাবুদ্দীন খান : ৫ম খণ্ড ১১৩-২৫২পৃষ্ঠা

এবং গ্রন্থটির সম্পাদনা পর্ষদে ছিলেন :

৩য় খণ্ড

- মাওলানা আবু মুসআব ওসমান

৪র্থ ও ৫ম খণ্ড

- মুফতি তারেকুজ্জামান
- মাওলানা ইমরান রাইহান
- মাওলানা মোহাম্মদ নোমান আল-আজহারী
- মাওলানা আব্দুর রহীম আল-আজহারী
- মাওলানা সদরুল আমীন সাকিব
- মাওলানা মাসুম বিল্লাহ

সম্পাদনাপর্ব চলাকালে ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কলেবরের আরেকটি চমৎকার গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়। التاريخ الإسلامي من الخلافة الراشدة حتى العصر الحديث (ইসলামি ইতিহাস : খিলাফতে রাশেদা হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত) নামক দুই খণ্ডের আরবি গ্রন্থটির সংকলক মিশরের প্রখ্যাত গবেষক-লেখক প্রফেসর ইবরাহিম মাহমুদ আবদুর রাজি। প্রথম গ্রন্থটির মতো এ গ্রন্থটিরও ভূমিকা লিখেছেন ড. রাগিব সারজানি। আমাদের অনূদিত এ গ্রন্থকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে আমরা উক্ত গ্রন্থটিকেও আমাদের কর্মপরিকল্পনায় যুক্ত করেছি এবং উক্ত গ্রন্থটির যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রথমোক্ত গ্রন্থে আসেনি, তাও আমাদের অনূদিত গ্রন্থে যুক্ত

করে দিয়েছি। এ ছাড়া বিজ্ঞ সম্পাদকগণ নিজেরাও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করেছেন। গ্রন্থটির সিংহভাগ টীকা সম্পাদকবৃন্দ কর্তৃক সংযোজিত। সবমিলিয়ে আমরা আশাবাদী—আমাদের অন্যান্য কাজের ন্যায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিও পাঠকবৃন্দের কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

* * *

মাকতাবাতুল হাসান তার প্রতিটি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বইয়ের ভাষাগত ও তথ্যগত বিশুদ্ধতার পাশাপাশি কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অনুবাদ, সম্পাদনা, বানান সমন্বয় ও পৃষ্ঠাসজ্জাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা সচেতন ও রুচিশীল পাঠকের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটির মান ও সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করতে আমরা বিভিন্ন স্থানে ছক, তালিকা ও বংশলতিকা যোগ করার পাশাপাশি বিভিন্ন মানচিত্রও যুক্ত করেছি।

তারপরও তুলনামূলক বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যদি গ্রন্থটি সম্পর্কে নিজেদের পরামর্শ, মন্তব্য ও ভালো-মন্দ আমাদেরকে জানান, ইনশাআল্লাহ আমরা তা গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে আরও সমৃদ্ধরূপে গ্রন্থটি প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা-দুর্ঘটনার তারিখ-সন নির্ণয়ে প্রাচীন উৎসগ্রন্থসমূহের বর্ণনায়ও বিরোধ রয়েছে। কাজেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উল্লেখিত তারিখ-সন কিছু গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে না-ও মিলতে পারে। পাশাপাশি এ তথ্যটিও পাঠকবৃন্দকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছি যে, অনেক ঘটনাবর্ণনার সঙ্গেই মূল গ্রন্থে তারিখ ও সন উল্লেখ ছিল না। আমরা নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ঘেঁটে তা যুক্ত করে দিয়েছি। আর খ্রিষ্টাব্দ বা ঈসায়ি সন-তারিখ সম্পূর্ণই আমাদের পক্ষ থেকে যুক্ত করা।

শেষ কথা—সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবগাহন করুন ইসলামি ইতিহাসের গৌরবময় অঙ্গনে।

বিনীত

২০ মুহাররম ১৪৪২ হিজরি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

মো. রাকিবুল হাসান খান
মাকতাবাতুল হাসান
rakib1203@gmail.com

ইতিহাস কী ও কেন

❝ ইতিহাসকে তুলনা করা যেতে পারে একজন ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির সঙ্গে। ব্যক্তিজীবনে ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির যে ভূমিকা, ঠিক একই ভূমিকা জাতীয় জীবনে ইতিহাসের। ইতিহাসের মাধ্যমেই জাতি আপন অতীতকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে, বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং ভবিষ্যৎকে অনুমান করতে পারে।

❝ স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলা একজন মানুষের কথা কল্পনা করুন। যেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক শিশু! ভালো-মন্দের উপলব্ধিবোধ নেই, চারপাশের ঘটনা-দুর্ঘটনায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই; বর্তমানের অনুভূতি নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা-ভাবনাও নেই। ইতিহাস হারিয়ে ফেলা একটি জাতির অবস্থাও একই রকম। জাতি যখন আপন ইতিহাসশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং জাতির সন্তানদের চিন্তা-চেতনা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন জাতি হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত ও পথহারা; যারা যেভাবে যে পথে ইচ্ছা, জাতিকে পরিচালিত করতে পারে।

❝ সুতরাং ইতিহাস অতীত-জ্ঞানের নাম নয়; প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাস্তবজ্ঞান। আর তাই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে সে জাতিই সগৌরবে টিকে থাকতে পারে, যার আছে অতীতকে উপলব্ধি করার, বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার এবং ভবিষ্যৎকে অনুমান করার ইতিহাস-অনুভূতি।

❝ ইতিহাস মুসলমানের সামনে সুবিস্তৃত জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত করে; জাতিসমূহের অবস্থা, মনীষীগণের কীর্তিনামা এবং জাতি ও ব্যক্তির সংস্পর্শে ঘটা কালের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করে। ইতিহাস-পাঠক সুস্পষ্ট দেখতে পায়—'সুন্নাতুল্লাহ' কীভাবে যুগে যুগে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি সমাজে কার্যকর হয় এবং শাশ্বত কুদরতি রীতি কীভাবে রাগ ও অনুরাগ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সযত্নে এড়িয়ে চলে। কীভাবে একটি জাতির উত্থান ঘটে এবং কীভাবে পতন ঘটে। কীভাবে

একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কীভাবে অস্তিত্ব হারায়। কীভাবে একটি আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করে এবং কীভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। কীভাবে সভ্যতা জীবনী-শক্তি লাভ করে এবং কীভাবে নির্জীব-নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। কীভাবে জাতির পরিচালকগণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং কীভাবে কক্ষপথ হতে ছিটকে পড়ে। কীভাবে জনসাধারণ চেতনায় উজ্জীবিত হয় এবং কীভাবে উদাসীনতায় ঘুমিয়ে পড়ে।

❝ ইতিহাস অনেক সময় চলমান বাস্তবতার রূপ ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। যাপিত বর্তমান ও বিগত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি, অনুঘটক ও কার্যকারণ যদি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তাহলে অনুমান করা যায়—কী হচ্ছে এবং কী হতে চলেছে। এ কারণেই অতীতের আরবরা বলত—'কত মিল যুগের সঙ্গে যুগের! কত সাদৃশ্য আজ রাত ও গতরাতের!' আর পশ্চিমারা বলত—'ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে!'

❝ ইতিহাস শুধু কিছু ঘটনার ধারাবিবরণ নয়, নয় কেবল বিগত ঘটনাপ্রবাহের সংরক্ষণ; ইতিহাস হলো শিক্ষা ও উপদেশ; দীক্ষা ও পরিচর্যার পাঠ। ইতিহাসের শিক্ষা ও উপদেশ শাশ্বত, সদা কার্যকর। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—'তাদেরকে শোনাতে থাকুন এসব ঘটনা, যাতে তারা চিন্তা করে।' আর তাই ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জাতি ইতিহাস অধ্যয়নকে জাতিগঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য করে। এ কারণেই প্রত্যেক জাতি আপন ইতিহাস এমনভাবে রূপায়ণ ও সংরক্ষণ করে, যাতে ইতিহাস জাতিজীবনে দীক্ষা ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পাঠকহৃদয়ে সুনির্দিষ্ট একটি ভাব ও প্রভাব সৃষ্টি করতে ইসলামি ইতিহাসকে সত্য-অসত্যের মিশেলে অবাস্তব রূপ দান করা হবে; মুসলমানদের বিচ্যুতি ও স্খলনের বিবরণ উপেক্ষা করে কেবল বীরত্ব ও গৌরবের দাস্তানই তুলে ধরা হবে। এটি ইতিহাসশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের চাওয়া ও লক্ষ্য হলো—পাঠক যেন ইতিহাস অধ্যয়ন করে এই সুমহান শিক্ষা অর্জন করতে পারে যে, মুসলিম উম্মাহর উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি এমন কিছু চিরন্তন ও শাশ্বত কুদরতি নীতির বশীভূত, যা কারও পক্ষপাতিত্ব করে না এবং কারও স্বার্থ রক্ষায় আপন কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

ড. রাগিব সারজানির

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর,

মোটামুটি পর্যাপ্ত ও বিস্তৃত অধ্যয়ন এবং এর মাধ্যমে অর্জিত তথ্য-জ্ঞানের ভিত্তিতে আমার সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠে নতুন বলে কিছু নেই! বরং বিস্ময়করভাবে অতীত ইতিহাসই বারবার ফিরে আসে। আমরা মূলত অতীত ঘটনাকেই সামান্য পরিবর্তনসহ নতুন করে প্রত্যক্ষ করি। গ্রন্থের পাতায় ইতিহাস পাঠ করে আমাদের কল্পনায় ঘটনার যে রূপ ও চিত্র ফুটে ওঠে, তা-ই আবার মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের দৃষ্টিপথে। ঘটনার স্থান ও চরিত্রের নামগুলোই শুধু বদলে যায়।

আর তাই সুগভীর ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়নকারী ব্যক্তি অনুভব করেন যে, তিনি ইতিহাসের পাতায় চলমান পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহই পাঠ করছেন। স্থান-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জটিলতা এবং ছল ও ছলনার মাধ্যম-ভিন্নতা—কোনো কিছু দ্বারাই তিনি সহজে ভ্রমের শিকার হন না। বরং তিনি অতীত ইতিহাসের গ্রন্থের পাতায়ই বর্তমানের চলমান ঘটনার পরিণতি ও ভবিষ্যৎ দেখতে পান। তিনি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন—সফলতার জন্য কোথায় পা রাখতে হবে। তিনি জানেন—নিজেকে এবং সমাজ ও জাতিকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে। ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠে তিনি হয়ে ওঠেন এক দীপ্তিমান সূর্য! তার আলোয় আলোকিত পথ লাভ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম! তার প্রদর্শিত পথ ধরে কাঙ্ক্ষিত মনজিলে পৌঁছায় হাজারো মানুষ! কারও কারও ক্ষেত্রে দান ও অবদানের এই ধারা ততদিন প্রবহমান থাকবে, যতদিন সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করে যাবে। আর এমনটি হবেই না-বা কেন! পূর্বেই তো বলে এসেছি—এ পৃথিবীতে নতুন বলে কিছু নেই!

পবিত্র কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশটি পাঠ করুন এবং এর হাকিকত ও নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হোন। আমার বিশ্বাস—এতটুকু প্রচেষ্টাই ইতিহাসপাঠের গুরুত্ব অনুধাবনে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

> সুতরাং শোনাতে থাকুন (তাদেরকে) এসব ঘটনা, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ : ১৭৬]

এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, ঘটনা বর্ণনা বা পাঠ করার পর যদি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করা হয়, তাহলে তা নিষ্ফল কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। আর ইতিহাস পাঠ কোনো ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত বিষয় নয়, ইতিহাস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কেবলই জ্ঞানভান্ডারে নতুন কিছু তথ্য সংযোজন ও জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গকরণ নয়; প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস অধ্যয়ন সুস্থ-শক্তিশালী জাতিগঠন ও শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তা বিনির্মাণের অন্যতম ভিত্তি-কাঠামো।

ইতিহাস অধ্যয়নে আমরা এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করব, যা ব্যতীত মুসলমানদের জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা মুখোমুখি হব বিভিন্ন আকিদা ও বিশ্বাসগত বিষয়ের; লাভ করব ফিকহ ও জীবনবিধানের জ্ঞান, অর্জন করব আখলাক ও সুষম নৈতিক আচরণ, প্রত্যক্ষ করব মুআমালা ও লেনদেনসহ বিভিন্ন বিধি-বিধানের বাস্তব রূপায়ণ। আমরা ইতিহাসের পাতায় আরও পাব ভারসাম্যনীতি ও অগ্রাধিকারনীতির ক্ষেত্রজ্ঞান এবং যাপিত জীবনের বাস্তব জ্ঞান। বলা ভালো—ইতিহাসগ্রন্থের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে দ্বীন ও ধর্ম এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রায়োগিক জ্ঞান।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআনেও ঘটনা-বর্ণনার শৈলীতে আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন; ঘটনার ধারাবর্ণনার মাঝেই এমন অকাট্য দলিল তুলে ধরেছেন, যা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষকে আশ্বস্ত করে; এমন সুকোমল নির্দেশনা তুলে ধরেছেন, যা প্রতিটি জীবন্ত হৃদয়কে স্পর্শ করে। ঘটনার মাঝেই আল্লাহ পাক কখনো উল্লেখ করেছেন কোনো

অকাট্য আকিদা কিংবা জীবনব্যবস্থার অপরিহার্য কোনো বিধান; এরপর অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে, ইতিহাসকে বাস্তবতার সঙ্গে এবং প্রাচীন কালকে আধুনিক কালের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

আর তাই ইতিহাস পাঠ করার সময় আপনি অনুভব করবেন—ইতিহাস ও অতীতের ধারাবর্ণনা যেন এক জীবন্ত আন্দোলিত সত্তা কিংবা এক সদা-মুখর বক্তা! নিজের অজান্তেই আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করবে যে, ইতিহাস তো বিগত মানুষজন ও কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া জনপদসমূহের কাহিনি বর্ণনা করছে না; ইতিহাস আমাদেরকে শোনাচ্ছে আমাদেরই গল্প, আমাদের যাপিত জীবনেরই দাস্তান।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ইতিহাস এক অমূল্য জ্ঞানসম্পদ, এক প্রোথিত রত্নভান্ডার। একে উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজন নিরলস প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সময়; প্রয়োজন মেধা ও বিবেক এবং হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের যথার্থ ব্যবহার।

* * *

ইতিহাসশাস্ত্রের এটিও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, ইতিহাস একই সঙ্গে পাঠকের জ্ঞানের তৃষ্ণা ও চিত্তের ক্ষুধা নিবারণ করে। কিছু কিছু শাস্ত্র অত্যন্ত কল্যাণকর ও তথ্যসমৃদ্ধ হলেও দুর্বোধ্য ও জটিল হওয়ায় অধিকাংশ পাঠক সেগুলো পাঠে অভ্যস্ত হতে পারে না। আবার কিছু শাস্ত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হলেও পাঠক তা থেকে আপন জীবন ও সমাজের জন্য কল্যাণকর কিছুই খুঁজে পায় না; বা অতি সামান্য কিছু লাভ করে। কিন্তু ইতিহাস এমন এক শাস্ত্র, যাতে একই সঙ্গে অত্যুচ্চ কল্যাণ ও সর্বোচ্চ উপভোগের সম্মিলন ঘটেছে। ইতিহাসের এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের কারণেই আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আত্মোন্নয়ন এবং পরিবার-সমাজ ও জাতির সংশোধনের জন্য ইতিহাস ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

> সুতরাং শোনাতে থাকুন (তাদেরকে) এসব ঘটনা, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ : ১৭৬]

এই কুরআনি নির্দেশনা শ্রেণি ও বর্ণের বিচিত্রতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-অভিজ্ঞতার তারতম্য এবং উপলব্ধি ও অর্জনশক্তির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল

মুমিন-মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। সকলেই ইতিহাস পাঠে শিক্ষার উপকরণ লাভ করে, সকলেই আগ্রহ নিয়ে ইতিহাসের ধারাবর্ণনা শুনতে চায়। প্রত্যেকের অর্জন ও উপলব্ধি হয়তো সমান হয় না, প্রত্যেকেই হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য রাখে না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই কমবেশি উপকৃত হয়। এটি একমাত্র ইতিহাসশাস্ত্রেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র কুরআনে ঘটনা ও ধারাবর্ণনার আধিক্যও মূলত কল্যাণ ও উপভোগের এই সম্মিলনের কারণেই হয়েছে। এই মহাগ্রন্থের এমন একটি পৃষ্ঠাও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, যেখানে কোনো সমাজের ঘটনা বা কোনো জাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়নি। কোথাও বিশদ-বিস্তারিতভাবে, কোথাও সংক্ষেপে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়ে; কোথাও স্থান-কাল-পাত্র উল্লেখ করে, আবার কোথাও অনুল্লেখের মাধ্যমে ব্যাপকতার শৈলী অবলম্বন করে। যেহেতু এই মহাগ্রন্থ সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাই তার আলোচ্য বিষয় সকলের জন্য কল্যাণকর ও চিত্তাকর্ষক হওয়াই ছিল অত্যাবশ্যক। কারও পক্ষে এই কারণ দর্শানোর সুযোগ নেই যে, সে কুরআনের বার্তা উপলব্ধি করতে পারছে না কিংবা কুরআনি বর্ণনা তার মাঝে বিরক্তি-বিতৃষ্ণা তৈরি করছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একই রীতি-শৈলী প্রয়োগ করেছেন। আর তাই আমরা দেখতে পাই, নবীজি যখন সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও নেক আমলের ওসিলাগ্রহণ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তখন তাদেরকে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়েছেন; যখন তাদেরকে কাফিরদের নির্যাতন-নিপীড়নের মোকাবিলায় ধৈর্য ও অবিচলতার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তখন আসহাবে উখদুদ-এর[১] ঘটনা শুনিয়েছেন; যখন তাদেরকে সততার গুরুত্ব, দান-সদকার কল্যাণ ও অপরকে সহায়তার মূল্য শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তখন টাক, কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়েছেন। এ ধরনের দৃষ্টান্তের সংখ্যা অনেক, এখানে কয়টির কথাই-বা বলব! বাস্তবেই নববি জবানে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনায় কল্যাণ ও উপভোগের সর্বোচ্চ সম্মিলন ঘটেছে।

* * *

---

১. পবিত্র কুরআনের সুরা বুরুজ দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসের কল্যাণ ও উপকার তো অসংখ্য। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

● মুমিনদের অন্তরে শক্তি ও দৃঢ়তা জোগানো—

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ﴾

(হে নবী,) আমি আপনাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরে শক্তি জোগাই।

[সুরা হুদ : ১২০]

● সর্বদা কার্যকর মানবজীবনের শাশ্বত রীতির বিশ্লেষণ—

﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْوِيْلًا﴾

অতএব আপনি আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।

[সুরা ফাতির : ৪৩]

● পরিণতি হতে শিক্ষাগ্রহণ—

﴿تِلْكَ الْقُرٰى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۚ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا بِمَا كَذَّبُوْا مِنْ قَبْلُ ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكٰفِرِيْنَ﴾

এই হচ্ছে সেসব জনপদ, যার ঘটনাবলি আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। বস্তুত তাদের কাছে তাদের রাসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাতে ঈমান আনার জন্য কখনো প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন। [সুরা আরাফ : ১০১]

● শিক্ষাদান ও সতর্কীকরণ—

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغٰفِلِيْنَ﴾

(হে নবী,) আমি ওহি মারফত এই যে কুরআন আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে আপনাকে এক উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি; যদিও আপনি পূর্বে এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

[সুরা ইউসুফ : ০৩]

● প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকরণ—

﴿لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ﴾

নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উপাদান আছে। এটা কোনো মনগড়া বাণী নয়। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ।

[সুরা ইউসুফ : ১১১]

* * *

মানবজাতি ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কাছে এ উপলব্ধি আছে যে, আপন ইতিহাস তাদের জাতিগত পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তাই ইতিহাসের ছোট-বড় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ করে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে, পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন ঐতিহ্য ও নিদর্শন সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ জ্ঞানীসমাজ পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া প্রতিটি জ্ঞানসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হচ্ছে। ইতিহাসসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই পুরোনো একটি ভাঙা বোতল, ছিন্ন পরিচ্ছদ বা অচল পয়সাও অমূল্য সম্পদে পরিণত হচ্ছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বের কোনো পাণ্ডুলিপি এমন অমূল্য বিবেচিত হচ্ছে যে, শুধু জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীগণ নয়; বড় বড় রাষ্ট্রও ঐতিহাসিক মূল্যমানের কারণে তা কেনার জন্য প্রতিযোগিতা করছে; এমনকি চুরি করে হলেও তার মালিক হওয়ার চেষ্টা করছে!

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ, চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীমহলের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ও মনোযোগী। অথচ তাদের অধিকাংশই বাহ্যত ইতিহাসসংশ্লিষ্ট কোনো অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত নয়। জার্মানির এক সফরে আমি সেখানকার একটি লাইব্রেরিতে আগের মাসে ইউরোপে সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের তালিকা দেখতে পেলাম। এক নম্বরে যে বইটির নাম ছিল, সেটি ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে লেখা। তালিকায় চার নম্বরে থাকা বইটি ছিল ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের বিবরণ সম্পর্কে। চীনের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ স্থাপনকারী এই প্রাচীন বাণিজ্যিক পথটির অতীতে গুরুত্ব থাকলেও বর্তমানে এর উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব নেই। তা সত্ত্বেও সিল্ক রোড সম্পর্কে লিখিত একটি বই ইউরোপীয় জনগণের কাছে এতটা গুরুত্ব লাভ করেছে যে, বইটি সর্বোচ্চ বিক্রিত তালিকায় চার নাম্বারে আছে!

ইতিহাস-অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কৃতি। যে জাতি ইতিহাসের প্রতি মনোযোগী নয়, তারা ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতির আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়। পূর্বের মানুষ যে ভুল করেছে, তারা সে ভুল বারবার করে; পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই তারা অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে এবং বারবার দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের শিকার হয়।

* * *

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইতিহাসের প্রতি আমাদের যাপিত সময়ের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? নির্মম বাস্তবতা হলো, এ প্রশ্নের উত্তর বড় বেদনাদায়ক, বড় বিস্ময়কর। ইতিহাস সংরক্ষণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের এই অত্যুচ্চ ও অনস্বীকার্য গুরুত্ব সত্ত্বেও এ অঙ্গনে মুসলমানদের বিচরণ ও কর্মজাগরণ এখনো কাঙ্ক্ষিত স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। সর্বাধিক বিক্রিত

আরবি গ্রন্থের একটি তালিকা আমি দেখেছিলাম। প্রথম দশের একটিও ইতিহাসগ্রন্থ নয়! আমাদের জাদুঘর-মিউজিয়ামের সংখ্যাও একেবারেই অল্প। তার চেয়েও নেতিবাচক বিষয় হলো, এসব জাদুঘরের মুসলিম দর্শনার্থীর সংখ্যা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। আমি বিশ্বের সর্বাধিক দর্শনার্থীসম্পন্ন একশটি জাদুঘরের তালিকা দেখেছিলাম। তাতে কোনো মুসলিম দেশের একটি জাদুঘরও স্থান পায়নি। হ্যাঁ, এটিই তিক্ত ও নির্মম বাস্তবতা!

যদিও পবিত্র কুরআনের সূচনাই হয়েছে 'পড়ো' নির্দেশ দিয়ে; কিন্তু আমরা পড়ি খুব কম। যদিও পড়ি, অধ্যয়নসূচিতে ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ মোটেও স্থান পায় না। অথচ পবিত্র কুরআনে ইতিহাস অধ্যয়নের প্রত্যক্ষ নির্দেশ রয়েছে।

এর চেয়েও আশঙ্কাজনক বিষয় হলো, ইতিহাসের অঙ্গনে আলিম-উলামা ও লেখক-সাহিত্যিকগণের পদচারণা একেবারেই সীমিত। আমি বিগত বেশ কিছুদিন ব্যাপকভাবে উসমানি সাম্রাজ্য ও বিশেষভাবে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন ও গবেষণায় ব্যস্ত ছিলাম। কাজ করতে গিয়ে আমি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক একটি চিত্র লক্ষ করলাম। উসমানি সালতানাত নিয়ে ইউরোপীয় লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদদের রচনার সংখ্যা মুসলিম লেখকদের রচনার চেয়ে কেবল বেশিই নয়; বরং তুলনা করাও বেমানান! আরও আশঙ্কাজনক চিত্র হলো, ইউরোপীয় লেখকদের রচনাবলি গবেষণামূলক ও বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ উসমানি সাম্রাজ্যের কেবল রাজনৈতিক দিক নয়; অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় দিকেরও অতি সূক্ষ্ম ও গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ করেছেন। বিপরীতে একই বিষয়ে মুসলিম লেখকদের রচনাসম্ভার কেবল স্বল্পই নয়; অধিকাংশ রচনাই অগভীর ও অস্পষ্ট আলোচনায় ভরা এবং বিরক্তিকর বারংবারতার দোষে দুষ্ট। কিছু কিছু গ্রন্থ তো সম্পূর্ণই একটি অপরটির প্রতিলিপি; কোনো নতুনত্ব বা সৃজনশীলতা তাতে নেই!

* * *

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানবজাতি তার সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যেসব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও

সমৃদ্ধ, নিখুঁত ও সুমহান ইতিহাস হলো ইসলামি ইতিহাস। ইসলামি ইতিহাসের সংকলনে পৃথিবী ও সমগ্র মানবজাতিই ধন্য হয়েছে। কারণ, এ ইতিহাস এক প্রামাণিক ও মৃত্যুঞ্জয়ী জাতির ইতিহাস, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির ইতিহাস, খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ জাতির ইতিহাস। এ ইতিহাস ন্যায়ের আহ্বানকারী ও অন্যায়ের বারণকারী জাতির ইতিহাস এবং কল্যাণের পথপ্রদর্শক ও অকল্যাণের প্রতিবাদী জাতির ইতিহাস।

ইসলামি ইতিহাস সেসব মহান ব্যক্তির ইতিহাস, যাদের জুড়ি মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের দাবি এবং পার্থিব জীবনের রূপ ও স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তারা যখন প্রজ্ঞার সঙ্গে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছেন; তখনও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পরকালের প্রতি। আর তাই তাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়েছে এক বিস্ময়কর ও সুকঠিন সমীকরণ—দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদা, ইহকাল ও পরকালের গৌরব এবং উভয় জগতের রাজত্বের এক আশ্চর্য সম্মিলন।

ইসলামি ইতিহাস সেই গৌরবময় সভ্যতার ইতিহাস, যার মাঝে উন্নত-অনুপম বিন্যাসে জীবনের সকল অঙ্গনের সন্নিবেশ ঘটেছে। নিঃসন্দেহে ইসলামি সভ্যতা নৈতিকতা ও আচরণের উদারতা, রাজনীতি ও সমাজনীতি, অর্থনীতি ও শিল্পনীতি, ন্যায়বিচার ও বিনোদন, দৃঢ়তা ও শক্তি, মেধা ও কর্মপ্রচেষ্টা—যাবতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ এক সভ্যতা। ইসলামি সভ্যতা এ সবকিছুর সম্মিলন ঘটিয়েছে আকিদা ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা, ইবাদত ও উপাসনার বিশুদ্ধতা এবং লক্ষ্য ও গন্তব্যের নিষ্ঠা ও আভিজাত্যের সঙ্গে। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন—

﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ﴾

> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।
>
> [সুরা মায়িদা : ০৩]

এটিই হলো ইসলামি ইতিহাসের মূল পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

ইসলামের সুমহান ইতিহাসে কিছু ত্রুটি ও স্খলনের বিবরণও পাওয়া যাবে। এমন অন্যায় ও ভুলের বিবরণও পাওয়া যাবে, যা জাতিজীবনে নিয়ে এসেছিল ভয়াবহ দুর্যোগ ও বিপর্যয়। আমরা যদি দাবি করি যে, ইসলামি ইতিহাস মলিনতামুক্ত এক শুভ্র ইতিহাস এবং ত্রুটিমুক্ত এক স্বচ্ছ ইতিহাস, তাহলে তা হবে অর্থহীন দাবি। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের এসব ভুলত্রুটিকে যদি ইসলামের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়, তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট অবিচার। ইসলাম তো সব ধরনের ত্রুটি ও অপূর্ণতা-মুক্ত ধর্ম। ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম সেই মহান সত্তার প্রণীত দ্বীন ও জীবনবিধান, যিনি জানেন গোপন ও অতি-গোপন সবকিছুই। পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি প্রজ্ঞাময়-সর্বজ্ঞ। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি দ্বীন ও দ্বীনের দাবির ব্যতিক্রম কিছু করে, দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে; ইসলামের ওপর নয়।

অনেক সময় মানুষ ভুলত্রুটি করায় পতন ও স্খলনের শিকার হয়; এরপর কালবিলম্ব না করেই নতুন করে উঠে দাঁড়ায়। এমনটি তখনই হয়, যখন মানুষ সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন করে, দ্বীনের দাবির প্রতি প্রত্যাগমন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা তাদের পরিবর্তে আপন দ্বীনের জন্য অটল-অবিচল ও পুণ্যবান দ্বীন-যোদ্ধাদের মনোনীত করেন।

* * *

এবার একটু বিরতি ও কিছু প্রশ্ন!

এই অমূল্য জ্ঞানসম্পদ!

এই সমৃদ্ধ রত্নভান্ডার!!

সুদীর্ঘ ইসলামি ইতিহাস!!!

ঐতিহাসিক এ সম্পদের বিষয়ে বর্তমান যুগে কাদেরকে আমরা আস্থাভাজন ভাবতে পারি?!

কাদের হাতে আমরা নিশ্চিন্তে এই প্রোথিত সম্পদের চাবিকাঠি তুলে দিয়ে বলতে পারি—আপনারা অনুসন্ধান চালান আর বের করে আনুন ইতিহাসের মণি-মুক্তা, অমূল্য জ্ঞানসম্পদ?!

কাদের কাছে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি, হৃদয়-মন সঁপে দিয়ে মিনতি জানাতে পারি—ইসলামি ইতিহাসের খনি হতে আপনারা যেসব মর্মজ্ঞান ও বিধি-বিধান আহরণ করেছেন, তা দিয়ে আমাদেরকেও সমৃদ্ধ করুন?!

হায় আফসোস!

হায় মুসলিম উম্মাহ!!

কী চরম নির্বুদ্ধিতা! কী আশ্চর্য উদাসীনতা স্বজাতির!!

মুসলিম উম্মাহ এই অমূল্য জ্ঞানসম্পদ উদ্‌ঘাটন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আজ ছেড়ে দিয়েছে গুটিকয়েক মন্দ লোকের হাতে! একদল অমুসলিম প্রাচ্যবিদের হাতে এবং সেসব 'মুসলমানের' হাতে, যাদের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন প্রাচ্যবিদদের নীতি-আদর্শে! ইতিহাস গবেষণা ও ইতিহাস সংকলনের দায়িত্ব আজ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বর্ণচেনা ও বর্ণচোরা শত্রুদের হাতে!

আমরা আজ আমাদের ইতিহাস-সম্পদ এসব লোকের হাতেই সমর্পণ করেছি, যেন তারা ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা মহা মূল্যবান সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়; তারপর আমাদের সামনে পেশ করে গৌরবময় প্রকৃত ইতিহাসের পরিবর্তে মিথ্যায় আচ্ছন্ন এক বিকৃত ইতিহাস। আর তাই ইসলামি ইতিহাসের নামে আমরা আজ যা পাচ্ছি তা হলো জাল, বানোয়াট ও বিকৃত কিছু কাহিনি। ফলে গৌরব ও মর্যাদার যে স্বর্ণশৃঙ্খলে সংযুক্ত ছিল প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্ম, তা আজ ছিন্ন হয়ে গেছে; বর্তমানের মুসলিম জাতি অতীতের মুসলিম উম্মাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বরং বলা ভালো—জাতির দেহকাঠামো হতে প্রাণ ও প্রাণশক্তিই আলাদা হয়ে গেছে।

উম্মাহর তরুণ প্রজন্ম যখন নতুন করে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখে এবং আগামীর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে নিজেদের অতীত কর্মনীতি জানতে ইতিহাস হাতে তুলে নেয়, তখন তারা কী খুঁজে পায়? তারা পায় সংঘাত ও হানাহানি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও চৌর্যবৃত্তির বিবরণে ভরপুর অন্ধকার কিছু পাতা। সামনে শুধুই অন্ধকার! যত সামনে, তত অন্ধকার! ইতিহাস হাতে নিয়ে তরুণ প্রজন্ম হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে আর ভাবতে থাকে—

﴿أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِي ٱلتُّرَابِ﴾

অপমান সয়ে নিজের কাছেই রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? [সুরা নাহল: ৫৯]

যারা কোনোপ্রকার জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই কেবল মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, ধিক তাদেরকে! শত ধিক্কার তাদের কুকর্মের প্রতি!

নামধারী যেসব মুসলিম সন্তান ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার কর্মধারায় প্রলুব্ধ ও সম্মোহিত হয়ে ইসলামি ইতিহাসকে বিকৃত, বানোয়াট ও কুৎসিত রূপ প্রদান করেছে আর উম্মাহকে বঞ্চিত করেছে দ্বীন ও ধর্মের সকল ক্ষেত্রের অনুপম প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত হতে, ধিক তাদেরকেও! শত ধিক্কার তাদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি!

যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই অন্যায়ের প্রতিবিধানে মনোযোগী হয়নি; ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত বিবরণ ও বিশ্লেষণদানের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তা করেনি এবং উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা ও দিকনির্দেশনার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন করেনি, ধিক তাদেরকেও! শত ধিক্কার তাদের উদাসীনতার প্রতি!

বিশিষ্ট সাহাবি জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদিসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«إِذَا لَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَه عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ؛ فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

এই উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্ম যদি প্রথম প্রজন্মকে অভিসম্পাত করে, তাহলে তারা যেন তাদের কাছে সঞ্চিত ইলম জনসম্মুখে প্রকাশ করে। কারণ, সেদিন যারা ইলম ও জ্ঞান গোপন করবে, তারা সেসব দুর্ভাগার ন্যায় হবে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের ইলম গোপন করেছে।[২]

* * *

২. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস নং ৪৩০।

আমাদের সামনে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত সেই প্রতিকারবিধানেরই মোবারক এক প্রচেষ্টার ফসল। আমাদের প্রতি ইসলামি ইতিহাসের যে দাবি রয়েছে, এই গ্রন্থে কিছুটা হলেও তা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামি চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামি ইতিহাসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার। আমি মনে করি যে, এ জাতীয় কাজের প্রতি লেখক-সংকলকগণের ঝোঁক ও আগ্রহ মূলত এ বিষয়ের শুভ বার্তাবাহী নিদর্শন যে, জাতি সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে। আশা করি—অত্যন্ত মূল্যবান ও সুসংক্ষিপ্ত-সুসমৃদ্ধ এই কর্মপ্রচেষ্টা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীনের নীতি ও মূলনীতিসমূহের সঠিক মর্ম ও তত্ত্ব অনুধাবনে সহায়তা করবে।

যদিও ইসলামি ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে হাজারো আকর্ষণ-সৌন্দর্য; কিন্তু এ গ্রন্থ সংকলনের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামি ইতিহাসের সুবিস্তৃত মানচিত্রের সাধারণ ব্যাখ্যাদান ও বিশ্লেষণপ্রদান, তাই স্বাভাবিকভাবেই এতে ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারিত বিবরণের পরিবর্তে তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি একত্র করার চেষ্টা করা হয়েছে। যারা ইসলামি ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত অধ্যয়ন করতে চান কিংবা ব্যাপক পরিসরে জানতে চান বিশেষ কোনো ব্যক্তি-মনীষা বা রাষ্ট্র-সাম্রাজ্য সম্পর্কে—তারা ইতিহাস ও জীবনীশাস্ত্রের বৃহৎ কলেবরের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন।

শেষ কথা—মানবিক কোনো কর্মপ্রচেষ্টাই পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। বরং প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে ইলমের এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণে সংযুক্ত একেকটি ইট। এভাবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই একদিন নির্মিত হবে স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি—যারা এই সুমহান কর্ম সম্পাদন করেছেন, তিনি যেন তাদেরকে কবুল করেন, কবুল করেন আমাকে এবং তাদের সবাইকে, যারা গ্রন্থটি প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে শরিক ছিলেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের সকলের জন্য আমাদের ইতিহাস এবং বর্তমানের সঠিক ও বিশুদ্ধ মর্ম উপলব্ধি সহজ করে দেন এবং আমাদেরকে তার দ্বীনের কাজে ব্যবহার করেন। আল্লাহ তাআলাই যাবতীয় কল্যাণকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও ক্ষমতাবান। তিনিই সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

﴿فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِیْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌۢ بِالْعِبَادِ﴾

শীঘ্রই তোমরা স্মরণ করবে, যা আমি তোমাদেরকে বলছি আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। [সুরা মুমিন : ৪৪]

— ড. রাগিব সারজানি